গাংনীতে ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মেসার্স জননী স্টোর ও থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশনকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ও গাংনী বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঔষধ, সেমাই, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স জননী স্টোর-কে ৪,০০০ টাকা এবং থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশন-কে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রিম জাপান

প্রতিষ্ঠানের শীর্ষক সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগে শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সেমিনার রুমে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি আয়োজনে জাপানে উচ্চ শিক্ষা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শীর্ষক সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ রিয়াজুর রহমান রিদয়।এই শীর্ষক সেমিনারটি ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শীর্ষক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর স্বত্বাধিকারী মুন্সি বিপ্লব বলেন,জাপানে অনেকের পড়ালেখা বা চাকরির সুযোগ এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগ থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। অনেকের মেধা এবং যোগ্যতা থাকা সত্বেও সঠিক মাধ্যমে না জানার কারণে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না।ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান সেই সকল মানুষদের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এ সকল প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটির দিকনির্দেশনা আমরা ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের সকল কোর্সের মাধ্যমে দিব।

শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াত ইসলামের আমির ও কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য রুহুল আমিন। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা যে কাজ বা কর্মে যুক্ত থাকি না কেন সেটি হতে হবে হালাল। হালাল পথে উপার্জনকারী কে আল্লাহ পছন্দ করেন। যার মেধা আছে দক্ষতা আছে সেগুলো সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বত্র আমাদের আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সৎ এবং সত্যের পথে থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ সময় তিনি ড্রিম জাপানের স্বত্বিকারীকে চুয়াডাঙ্গার মানুষের জন্য কাজ করাই ধন্যবাদ দেন এবং ড্রিম জাপানের সফলতা কামনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাপানের ইন্টারন্যাশনাল বুদো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আকিকো কুদো। গ্রান্ড ওপেনিং এর সকল উপস্থিতিদের তিনি স্বাগত জানান এবং জাপানের এই কোর্সের

সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর খন্দকার রোকনুজ্জামান, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর আব্দুল মালক,চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক আবু জায়েদ আনসারি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানগুলোতেই পৌনে দুই কোটি টাকা কর পাওনা মেহেরপুর পৌরসভার

মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত পৌর কর পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭টাকা। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও পৌরসভার কর পাওনা রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। পাওনা টাকার পরিমান বেড়ে যাওয়ায় পৌরসভায় কর্মরত স্টাফদের বেতন ও পৌরসভার খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশে পৌরসভাকে কর দেননি অনেক প্রতিষ্ঠান।

মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে বর্তমান চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কর দিচ্ছেন না। বিভিন্ন সময় কর চাইতে গেলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার মত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তোয়াক্কা করতেন না। সরকার পালাবদলের পর পৌর পরিষদ অপসারণ করা হলে স্থানীয় সরকার পরিচালককে (ডিডি এলজি) কে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৪ হাজার ৯৫৬ টাকা আদায় করেছে গত ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত এখনো পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭ টাকা।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে সরকারি বেসরকারি মিলে ৯৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো থেকে পৌর কর পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে রয়েছে ১৬টি প্রতিষ্ঠান। বকেয়াসহ চলতি অর্থবছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাওনা রয়েছে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। এর মধ্যে সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিকট পাওনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩ লাখ ৯ হাজার ৬৮৪ টাকা, চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭৯ হাজার ৪২১ টাকা। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ১ লাখ ২৫ হাজার ৭২৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ১ লাখ ৪৪ হাজার ২৩০ টাকা। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ইরেসপো) কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ১৮৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরের পাওনা ১ লাখ ৪০ হাজার ৬৯০ টাকা।

বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ৭২ হাজার ৩৮৮ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭২ হাজার ৩৮৮ টাকা। ১ নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভার মোট পাওনা চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। ২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩টি। বকেয়াসহ এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট পাওনা রয়েছে ৮ লাখ ৩৮ হাজার ২৮৪ টাকা। শুধুমাত্র সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৫১৫ টাকা।
৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩টি। কোন বকেয়া না থাকলেও চলতি অর্থ বছরে শুধু পুলিশ সুপার সার্কেল অফিস থেকে পাওনা রয়েছে ৩৯ হাজার ৫০৫ টাকা। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে দুটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও কোন বকেয়া অথবা পাওনা নেই।
৫ নম্বও ওয়র্ডেও অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১৪টি। এ ওয়ার্ডেও প্রতিষ্ঠাগুলোর নিকট বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১৯ লাখ ৫৩ হাজার ৭৩৭ টাকা। এর মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয় বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৭ হাজার টাকা। ছাগল ফার্ম থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৩ লাখ ২৫ হাজার ১৩০ টাকা। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কার্যালয় থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ লাখ ৮ হাজার ৫৮০ টাকা। কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বকেয়া ছিল ৩৫ লাখ ৭৯ হাজার ৫৪০ টাকা যা ইতোমধ্যে পরিশোধ েকেরছে প্রতিষ্ঠানটি।
৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১০টি। বকেয়সাসহ পাওনা রয়েছে ১০ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪১ টাকা। এর মধ্যে বড়বাজারে অবস্থিত মেহেরপুর সরকারি কলেজের দোকান ঘর থেকে বকেয়াসহ ১ লাখ ৮ হাজার ২৩৪টাকা।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১১টি। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বকেয়াসহ চলতি অর্থ বছরে পাওনা রয়েছে ২২ লাখ ৭৩ হাজার ৬৫৮ টাকা। এর মধ্যে পুলিশ লাইন থেকে বকেয়াসহ ৫ লাখ ৫০ হাজার ৮৪৭ টাকা পাওনা রয়েছে।
৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে অফিস রয়েছে ২১টি। এর মধ্যে গণপূর্ত বিভাগের তিনটি ভবন থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৫লাখ ৭৩ হাজার ৮৬০ টাকা, মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২৮ লাখ ৯৮ হাজার ৩১০ টাকা, জেলা বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি থেকৈ বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৮০৪ টাকা, এসি ল্যাণ্ড অফিস থেকে ২০১৫-১৬ অথ বছর থেকে এ পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৩ লাখ ২৭ হাজার ৬৪০ টাকা, পৌর তহশিল অফিসের ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে এ পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৯৭৭ টাকা, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ লাখ ৫১ হাজার ৩৭০ টাকা, জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ হাজার টাকা।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে অফিস রয়েছে ১৫টি। এর মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২ লাখ ৮৯ হাজার ৫৫২ টাকা, জেলা পরিষদের দুটি ভবন থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১৪ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬০ টাকা।

এর মধ্যে সম্প্রতি কর পরিশোধ করেছেন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আরিফুর রহমান জানান, এর আগে যে পরিমাণ কর ছিলো তা হেড অফিসের অনুমোদন ছিলো। পরবর্তিতে পৌর কর বেড়ে যাওয়ায় হেড অফিসের অনুমোদন পেতে সময় লাগে। যে কারণে বকেয়া তৈরি হয়েছিলো। তবে বর্তমান প্রশাসক মহোদয়ের আহবানে আমরা ৩৫ লাখ টাকারও বেশি কর পরিশোধ করেছি।

তবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে পৌর কর কেন দেওয়া হয়নি তার সদুত্তর না দিয়ে বলেন বুঝে নেন।

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মো: শামিম হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানসহ সেবাগ্রহিতারা যদি নিয়মিত কর পরিশোধ না করেন তবে পৌরসভার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যাবে। যেখানে প্রতিমাসে স্টাফ বেতনসহ বিভিন্ন খরচ রয়েছে।

মেহেরপুর আমঝুপিতে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শেয়ারিং সভা

সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রান্তিক নারী জনসমবায় দলের সদস্য ও দলনেত্রীদের লিংকেজ শেয়ারিং সভা গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মউক এর হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এএলআরডি’র সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে।

মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শেয়ারিং সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ আলমগীর হোসেন।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের এনিমেটর মোঃ শাহিনুর হোসেন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসত বাড়ীতে ফলমূল ও শাক সবজী চাষে, হাঁস মুরগী ও গবাদীপশু পালন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় স্থান পায়। এলাকার ১২টি জনসমবায় দলের ৩২জন দলনেত্রী ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন মানবাধিকার কর্মী মোঃ সাদ আহাম্মদ।

জীবননগরে একটি প্রতিষ্ঠানে ৫০হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা -জীবননগরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযানে চালিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার মুড়ি তৈরি করার অপরাধে একটি প্রতিষ্ঠানে ৫০হাজার জরিমানা প্রদান করেছে।

রবিবার দুপুর ১২টার সময় জীবননগর পৌর শহরের ইসলামপুর গ্রামে অবস্থিত মেসার্স সরকার ট্রের্ডাসে অভিযান চালিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার মুড়ি তৈরি করার অপরাধে , ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় মেসার্স সরকার ট্রেডার্সের মালিক মোঃ নাজমুস সাকিবকে ৫০হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন ।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ সজল আহম্মেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন , জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরর স্যানেটারি ইন্সেপেক্টর আনিসুর রহমান ।

অভিযান শেষে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নিম্নমানের লবন পানি দিয়ে ধ্বংশ করা হয়।

জীবননগরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বেঞ্চ প্রদান

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের বেঞ্চ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষকদের মাঝে বেঞ্চগুলো বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সীর (জাইকা) অর্থায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরে উপজেলা পরিচালনা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৪৭ লাখ ১১ হাজার ৬৫০ টাকা ব্যয়ে উপজেলার ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৫০ জোড়া বেঞ্চ বিতরণ করা হয়। বেঞ্চ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মো. হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি প্রমুখ।

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালতে দুই প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অভিযান চালিয়ে একটি রেস্তোরাঁর মালিক ও একজন হোমিও চিকিৎসককে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে জীবননগর হাসপাতাল সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, লাইসেন্স না থাকায় হোমিও প্রাকটিসনার অধ্যাদেশ আইন-১৯৮৩ এর ৩৬ ধারায় খাঁন হোমিও হলের চিকিৎসক হাসানুজ্জামান খাঁনকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আর বাংলাদেশ হোটেল-রেস্তেরা আইন ২০১৪ এর ১৯ ধারায় ফুড গার্ডেনের মালিক হিমেলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জীবননগরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অধিক মূল্যে চাল বিক্রি করায় একটি পাইকারি আড়তে এবং যথাযথভাবে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দু’টি অটোরাইচ মিলে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় জীবননগর উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই তিন প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের মেসার্স একতা ট্রেডার্স নামক চালের পাইকারি আড়তে অভিযান চালানো হয়। এ সময় চালের ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ না করা এবং অতিরিক্ত মূল্যে চাল বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে মেসার্স দেশ বাংলা অটোরাইচ মিলে পুর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও প্লাস্টিকের বস্তায় ভারতীয় ব্র্যান্ড নকল করে চাল বাজারজাত করণ এবং যথাযথভাবে মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া একই অপরাধে মেসার্স সততা অটোরাইচ মিলকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. আনিসুর রহমান এবং জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

দর্শনা রেলবাজারে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেন এবং অন্যান্য সকলকে সতর্কীকরণ বার্তা দেন।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ।

অভিযানের সময় আল্লাহর দান গার্মেন্টস এর মালিক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩৫) কে দোকানের ভিতরে কাস্টমার ঢুকিয়ে দোকানের সাটার নামিয়ে বেচাকেনা করার কারনে প্রথম বারের মত সাবধান করতে ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

সেই সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ দর্শনার কাঁচাবাজারের ও মুদি দোকানদেরকে সচেতন হয়ে এবং দূরত্ব বজায় রেখে বেচাকেনা করার কথা বলেন এবং বাজারে বাজার করতে আসা সকল ক্রেতাগণকেও সচেতন হতে পরামর্শ দেন এবং বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর বাহিরে বের হতে নিষেধ করেন।